16

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 05-SEP-1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গন

শুধু ছাত্ররা নয়, শিক্ষকরাও নোট কেন্দ্রিক কেন?

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। অথচ দেশের শিক্ষার পরিবেশ অত্যন্ত নাজুক। নিম্নস্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত জাতির মেরুদণ্ড আজ পদদলিত। শিক্ষার প্রথম স্তর অর্থাৎ Primary Level গুলোর অবস্থা বর্তমানে খুবই খারাপ। Primary স্কুলগুলোতে অনভিজ্ঞ শিক্ষকদের জন্য শিশুরা শিক্ষার প্রথম স্তরেই হোঁচট খাচ্ছে। অনভিজ্ঞ ও দায়িত্বজ্ঞাহীন শিক্ষকদের জন্য অভিভাবকরা তাঁদের আদরের সন্তানদের ভবিষ্যৎ-এর কথা চিন্তা করে পাঠাচ্ছেন কিণ্ডার গার্টেনগুলোতে। প্রাইমারী স্কুলগুলোতে অভিজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান শিক্ষকের একান্ত প্রয়োজন। অনভিজ্ঞতার জন্য অনেক শিক্ষকই মূল বইকে দূরে ঠেলে নোট বইকে বেশী গুরুত্ব দেন, যা চরম অন্যায়।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর।

ঘ) বাংলাদেশের রাজধানীর নাম—এবং এর লোক সংখ্যা প্রায়—মিলিয়ন।

(সূত্র ঃ পরিবেশ পরিচিতি সমাজ, ৪র্থ শ্রেণী, যশোর (বি-শাখা, ১ম সাময়িক পরীক্ষা)। প্রশ্নটির উত্তর হবে ঢাকা এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৬·৫ মিলিয়ন। কিন্তু জনৈক ম্যাডাম ঢাকার লোকসংখ্যা ৪ মিলিয়নকে সঠিক বলে অভিহিত করেছেন (সূত্র ঃ নিউ গ্যালাক্সী গাইড, ৪র্থ শ্রেণী, ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা)। অথচ পরিবেশ পরিচিত সমাজের মূল বইয়ের ৩য় পৃষ্ঠার শেষ লাইনে, উল্লেখ আছে, ঢাকার লোকসংখ্যা প্রয় ৬৫ লক্ষ অর্থাৎ, ৬·৫ মিলিয়ন। আমাদের প্রশ্ন, শিক্ষকমণ্ডলী যদি এভাবে নোট কেন্দ্রিক হয়ে যান তাহলে শিশুরা কি শিখতে পারবে। স্কুলে এই একটি সমস্যাই নয়, অভিযোগ শুনা যায়, দু'একজন শিক্ষক ছাড়া অধিকাংশই ছাত্রদের পাঠদানের প্রতি অমনোযোগী হয়ে গল্প-গুজবে মেতে থাকেন। বিশেষ করে মহিলা শিক্ষকরা প্রতিদিন আষাঢ়ে গল্প নিয়ে বসেন। এজন্য প্রধানতঃ দায়ী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও স্থানীয় শিক্ষা অফিসার। এ সমস্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা না নিলে নিষ্পাপ শিশুদের শিক্ষা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।

—জনৈক অভিভাবক,
যশোর।